০৩-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান হল অমৃত এবং যোগ হল অগ্নি, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তোমাদের সব দুঃখ কষ্ট মিটে যাবে"

প্রশ্নঃ- জ্ঞানের দ্বারা কোন্ রস প্রাপ্ত হয়, ভক্তির দ্বারা হয় না ?

উত্তর :- জীবনমুক্তির রস। ভক্তির দ্বারা কেউ জীবনমুক্তির রস প্রাপ্ত করতে পারেনা। বাবা যখন আসেন তখন বাচ্চাদের যা নির্দেশ দেন, সেইটি হল জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী চললে স্বর্গের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হয় ।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ভোলা বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এঁনাকেই বলা হয় শিব ভোলা বাবা। শিবকে সদা বাবা বলা হয়। কেউ চিত্র দেখুক বা না দেখুক কিন্তু স্মরণ করে শিব ভোলানাথকে। শঙ্কর বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মাকে ভোলানাথ বলা যাবে না । ভোলা শব্দ বললে মানুষের বুদ্ধিতে নিরাকার শিববাবার চিত্র আসে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালে জানো। এবারে ভোলানাথ বাবা বললে ভক্তিমার্গে ভক্তজনের মুখ মিষ্টি হয়না। যতই মহিমা করুক মুখ মিষ্টি হবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ কর। শিব ভোলানাথ বাবা বললে মুখ মিষ্টি হয়। শিববাবা আমাদের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মালিক করেন। বাবা বললে বাচ্চাদের সম্পত্তির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। তোমরা বাচ্চারা জানো তিনি হলেন শিববাবা , যাঁকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপও বলা হয়। বৃক্ষের একটিই বীজ থাকে। সুতরাং মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষেরও একটি মাত্র বীজ আছে যাঁর দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা হয়। কারণ তিনি হলেন পিতা তাইনা ! বাকিরা হল ওঁনার সন্তান। ভক্তদের ভগবান পিতা একজনই। ভক্ত স্মরণ করে ভগবানকে কিন্তু তাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। এসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট রয়েছে। বাচ্চাদের এই জ্ঞান ও যোগ বলের দ্বারা সদা সুখী করে আমি গোপনে নিবাস করি। জ্ঞান সাগর হলেন একজনই। যেমন জলের সাগর একটি হয়। সাগরকে তো ভাগ করা হয়েছে - ইন্ডিয়ান সাগর, অমুক সাগর ইত্যাদি। বাস্তবে সাগর তো হল একটি। সত্যযুগে এই সাগরকে ভাগ করা সম্ভব নয়। সাগর একটাই থাকে, তোমরা যার মালিক হবে। সেখানে এত খন্ড থোড়াই থাকে। একমাত্র পিতার একটি রাজধানী থাকে। এই ভারতেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির একটি রাজ্য ছিল। দেবী দেবতাদের রাজ্যকে ভগবান ভগবতীর রাজ্যও বলা হয়। বিদেশে গড গডেজ বলে। কিন্তু জানেনা যে তাঁরা কবে রাজত্ব করেছিল। কিভাবে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল।

জ্ঞান সাগর হলেন একমাত্র বাবা, তিনি জ্ঞানের দ্বারা সকলের সদগতি করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের সামনে জ্ঞান সাগর বিরাজিত আছেন। ওঁনার থেকে জ্ঞান গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সদগতি প্রদান করছে। একেই জ্ঞান অমৃত বলা হয়। অমৃত শব্দ থেকেই পূজারীরা চরণ ধুয়ে অমৃত তৈরি করে পান করে। বাস্তবে সেসব অমৃত নয়। আজকাল ওষুধের নাম অমৃত রাখা হয়, যার দ্বারা সব দুঃখ দূর হয়। সেও কোনো কথা নয়। এইসব তো এখন বাবা বসে বাচ্চাদের যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। যোগকে অমৃত বলা যায় না । যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের সব রোগ বিনষ্ট হবে। তারপরে কখনও রুগী হবেনা। তোমরা পুরুষার্থ কর বাবার কাছে হেল্থ, ওয়েলথ প্রাপ্তির জন্যে।

সেখানে কোনো রোগ ইত্যাদি হয়না। আমি তোমাদের এমন কর্ম করা শেখাই যে কখনও কোনো রোগ হবেনা। বলা হয় ব্যাস ভগবান শাস্ত্র রচনা করেছেন ... কিন্তু এসব তো সৃষ্টি রূপী নাটকেই রয়েছে । নাম পড়েছে ব্যাস দেবের। এ হল পূর্ব থেকেই রচিত ড্রামা। যা কিছু তোমরা দেখ সে সবই ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে, অনাদি, পূর্ব থেকেই তৈরি করা আছে। সেসব পরিবর্তন হবেনা। ভক্তিমার্গ দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। কেউ যতই ভক্তি করুক, শাস্ত্র পড়ুক কিন্তু ফিরে যেতে পারবেনা। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান স্টেজে আসতেই হবে। এই কর্ম ক্ষেত্রের বাইরে কেউ যেতে পারেনা। তোমরা জানো আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম, এখন আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। ড্রামা অনুসারে হতেই হয়। ভক্তিমার্গে রাত শুরু হয়ে অন্ধকার হয়। প্রথমে এত অন্ধকার থাকেনা এখন যত আছে। রাত্রিকেও প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো বলা হয়। ধীরে ধীরে কলা হীন হতে হতে ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। এখন সৃষ্টিতে বেহদের গ্রহণ লেগেছে। একেবারে ঘোর অন্ধকার। এই চাঁদের কথা নয়, এ হল সম্পূর্ণ বিশ্বের কথা। রাবণের গ্রহণ লেগেছে। দ্বাপর থেকে সম্পূর্ন বিশ্বকে গ্রহণ লাগা আরম্ভ হয়। একটু একটু করে লাগতে থাকে। ২৫০০ বছর লাগে যদিও অন্ত সময়ে ভারত একেবারেই কালো হয়ে যায়। এখন হল একেবারেই ঘোর অন্ধকার। সম্পূর্ণ সকাল অর্থাৎ রাতকে দিন করেন শিববাবা। পতিতকে পবিত্র করেন শিববাবা। মায়া রাবণ রাত বা ঘোর অন্ধকার ক'রে। ভক্তি করতে করতে সবাই ভগবানকে স্মরণ করেই থাকে। ভগবান , ভগবানকে স্মরণ করেনা। সর্বব্যাপী-র জ্ঞানে জ্ঞানীদের বোঝান উচিত গড ফাদার ইজ ওয়ান। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। বাকি সব ওঁনার রচনা। রচনার এমন মহিমা কখনও হতে পারেনা। যদি কেউ আত্মাকে পরমাত্মা বলে তাহলে ওঁনার মহিমা গায়ন হবেনা। গায়ন তো একমাত্র বাবার-ই হয়। তিনি হলেন পতিত পাবন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য। আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। কোনও মানুষের এমন মহিমা হতে পারেনা।

জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তির রস এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। ভগবানুবাচ গীতায় রয়েছে না - যজ্ঞ , তপ, তীর্থ ইত্যাদি করা বেদ শাস্ত্র পড়া - এই সব হল ভক্তিমার্গ। এসবের দ্বারা কেউ আমার কাছে আসতে পারেনা। পরে সবাইকে পার্ট প্লে করতে আসতেই হবে। গড ফাদার ইজ ওয়ান, তিনি-ই হলেন করন-করাবনহার অর্থাৎ যিনি সবকিছু করান। তাই ব্রহ্মা দ্বারা সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। মানুষকে করন-করাবনহার বলা যাবেনা। গডকে ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর বলা হয়। তিনি বাচ্চাদের ডাইরেকশন দিতে থাকেন। ডাইরেকশনকে জ্ঞান বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নিজে বসে বোঝান। আত্মা এই স্থূল চোখ দিয়ে দেখে। আত্মা ভ্রুকুটির মাঝখানে অবস্থান করে। এই মুখ দিয়ে কথা বলে। পরম পিতা পরমাত্মা যখন আসবেন তখন মুখ দিয়ে জ্ঞান শোনাবেন । বলেন আমি এই রথে রথী রূপে বিরাজিত রয়েছি। তোমাদের সহজ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। তোমরা হলে রাজঋষি। এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে হে প্রিয় বাচ্চারা তোমরা হলে রাজঋষি। বাবা ছাড়া কারো এমন কথা বলার শক্তি নেই। বাবা-ই বলেন - হে বাচ্চারা! এনার (ব্রহ্মার) আত্মাও শুনছে। এনাকেও বলেন - হে বাচ্চা, তুমিও হলে রাজঋষি। তোমাদের রাজ্য দেওয়ার জন্যে আমায় শিক্ষা দিতে হয়। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি। প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে আমি শিক্ষা দিতে আসি। এমন কোনও সাধু সন্ন্যাসী এমন বলতে পারেনা। বাবা-ই বোঝান ওঁনাকে কান্ডারী বা মাঝিও বলা হয়। যথাযথ ভাবে তোমাদের বিষয় সাগর থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাই। তোমরা আরাম করে বসে থাকবে।

এখন তোমরা জানো বাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি। তখন এই ব্রহ্মা সরস্বতী বিষ্ণু রূপে পরিণত হয়ে যান। তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হও তাইনা। এ সব হল সব গুপ্ত কথা। তোমরা বাচ্চারাই জানো আর কেউ জানেনা। সর্ব প্রথম যখন কেউ আসে তখন তাদের বোঝান উচিত গড ফাদার ইজ ওয়ান, ফলে বাকিরা সবাই ওঁনার সন্তান । পরম পিতা পরমাত্মা একজন-ই। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সব ভক্তের ভগবান, সবাইকে সুখ প্রদান করেন। এখানে কলিযুগে সবাই খুব দুঃখে আছে। মানুষ হাহাকার করে। সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথা নেই। এখানে তো পুরো দুনিয়ায় অনেক ভক্ত আছে। এই মন্দির মসজিদ ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এইসব হয়না। সে সব হল ভক্তি কাল্ট, এ হল জ্ঞান কাল্ট। যখন রাত আরম্ভ হয় তখন সর্ব প্রথম সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়। অতএব তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে তখন প্রথমে তাদের বোঝাও যে গড ফাদার ইজ ওয়ান। ভারতেই গায়ন হয় তুমি মাতা - পিতা.... এ হল মাদার ফাদার কান্ট্রি। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা দু'জনেই আছেন। দিলওয়ারা মন্দিরও এক্যুরেট তৈরি হয়েছে । লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র এক্যুরেট বানানো হয়েছে। কিন্তু অরিজিনাল চিত্র তো কেউ তৈরি করতে পারেনা। কোনো অ্যাক্টরের চিত্র দেখেই তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা রাজত্ব করেছেন সত্যযুগে। মানুষ বলে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণের শৈশবের কোনো হিস্ট্রি নেই। রাধা কৃষ্ণের আছে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন হয় তারপর নারায়ণ অষ্টমী কোথায় হয় ! কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাধা কৃষ্ণ হলেন প্রিন্স প্রিন্সেস, দু'জনই নিজের রাজধানীতে বাস করেন, নিশ্চয়ই স্বয়ম্বরের পরে রাজ সিংহাসনে বসেছেন। রাধা কৃষ্ণের রাজ্য তো নেই। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী বংশ রয়েছে। চন্দ্রবংশীতে সূর্যবংশী কৃষ্ণ তো আসবেনা। সবাই খুব কনফিউজড । সুতরাং সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে গড ফাদার হলেন একজন। এক হলেন দৈহিক পিতা। স্ত্রী দ্বারা সন্তানকে জন্ম দেন। স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন, জন্ম দেননা। বেহদের বাবাও বলেন আমি ব্রহ্মার ভিতরে প্রবেশ করে অ্যাডপ্ট করি। ভগবান সৃষ্টি রচনা কিভাবে করেন ! সেসব কারো জানা নেই । এমন নয় যে প্রলয় হয় তারপরে সাগরে পাতায় চেপে আসেন। যদি এমনই হয় তাহলে একা কৃষ্ণ সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে। তখন দুইজন চাই। ফিমেল চাই। কিন্তু তেমন কোনো কথা নেই। বাবা বলেন আমি অ্যাডপ্ট করি। তোমরা সবাই বল - বাবা আমরা আপনার মুখবংশী সন্তান। আমি এই মুখের আধার নিয়ে বলি - হে বাচ্চারা । তোমরাও বল- হে শিববাবা, আমরা আপনার সন্তান ছিলাম, আবার হয়েছি। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের জন্যে আমি বৈকুণ্ঠের উপহার এনেছি। তোমরা এখানে বসে আছ মালিক হওয়ার জন্যে। এ হল রাজযোগ, রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। অন্য প্রিসেপ্টর (ধর্ম গুরু) এমন কথা বলবেনা যে আমি খৃষ্টান রাজ্য স্থাপন করি বা শিখ রাজ্য স্থাপন করি। না। তোমরা নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করার জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করছ । এ হল আশ্চর্য বিষয়, তাইনা। গড ফাদার হলেন স্বর্গের রচয়িতা। অতএব ওঁনার কাছে আমাদের স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্ত করার অধিকার অবশ্যই আছে, তাইনা ! সত্যযুগে আমাদের রাজত্ব ছিল। মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে রচনা হয়, এখন তোমরা জানো। ভগবানুবাচ - এ হল আমার মুখ বংশাবলী । বাকিরা সবাই হল রাবণের কুখ বংশাবলী। ঐ ব্রাহ্মণরা হল কুখ বংশাবলী ; তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে মুখ বংশাবলী। তোমরা বোঝাতে পারো ব্রহ্মার সন্তান নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হবে তাইনা। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ফলে ওঁনার সন্তান ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয় কিনা। তোমরা হলে ব্রহ্মার প্রকৃত সন্তান ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল সবচেয়ে উঁচুতে। ব্রাহ্মণদের শিখায় স্থান দেওয়া হয়। যেমন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান শিববাবাকে ত্রিমুর্তির ছবি থেকে লুপ্ত করেছে তেমনই উঁচু থেকে উঁচু ব্রাহ্মণদেরও শিখা থেকে লুপ্ত করা হয়েছে। বিরাট রূপে ব্রাহ্মণদের দেখানো হয়না। শুধু বলে দেয় দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য , শূদ্র ... সর্ব প্রথম হলে

তোমরা ব্রাহ্মণরা। তোমরা কত বিশাল সেবা কর ! উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাঁর দ্বারা রচিত সন্তান হলে তোমরা। শিববাবা তো নতুন সৃষ্টিতে আসেন না । তোমরা আস। শিববাবা বলেন আমি তোমাদের রাজত্ব প্রদান করি। তবুও আমার নাম লুপ্ত হয়ে যায়। আমি গুপ্ত থাকি। আমি কি করি, কিভাবে সৃষ্টি রচনা করি , এইসব কেউ জানেনা।

নতুন কেউ এলে বেশি চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। সর্ব প্রথম পিতার পরিচয় দিতে হবে । তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। দেবতারা স্বর্গের মালিক ছিলেন। তারপরে ৮৪ বার জন্ম নিয়ে এখন তাঁরা শূদ্র বর্ণের হয়েছে। পুনরায় তাঁদেরই ব্রাহ্মণে পরিণত করেন। বর্ণ আছে কিনা। বিরাট রূপের চিত্রও আছে। ব্রাহ্মণদের শিখার সম্মুখে শিব নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। যেমন ত্রিমুর্তির উপরে শিব দেখানো হয় , তেমনই ব্রাহ্মণের উপরেও শিব দেখানো উচিত। বোঝাতে হয় শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। তারা পুনরায় ব্রাহ্মণ-রাই দেবতা, তারা-ই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। প্রথমে তো সবাইকে 'অল্ফ' (আল্লাহ = বাবা) বোঝাতে হবে। পিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন তাহলে তো সবাই ভাই-বোন হয়ে গেল। শিবের সন্তান তো সব আত্মারাই। তারপরে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মা, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ পরে দেবতা , ক্ষত্রিয় ... স্বরূপে পরিণত হয়। এমনভাবে এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় বা বৃক্ষ বৃদ্ধি পায়। সেই পিতাকেই সবাই ভুলে গেছে। দেখো, বাপদাদা কত ক্লিয়ার করে বোঝান। বাচ্চাদেরও শিখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম রাজঋষি। স্বয়ং ভগবান আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজ্য অধিকার দেন, এই নেশাতেই থাকতে হবে ।

২) যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম গুলি দগ্ধ করে সবরকমের রোগের হাত থেকে সদাকালের জন্যে মুক্ত হতে হবে। এই জন্মের কর্ম ভোগ, স্মরণে থেকে মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- পরিস্থিতি গুলিকে সাইড সীন ভেবে পার করে এগিয়ে যেতে পারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

ব্যাখা: সর্বদা নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে প্রতিটি পরিস্থিতি এমন অনুভব হবে যেন এক সাইড সীন। পরিস্থিতি ভাবলে ঘাবড়ে যাবে কিন্তু সাইড সীন অর্থাৎ পথের দৃশ্য ভাবলে সহজেই পার করে নেবে কারণ পথের দৃশ্য দেখে খুশীর অনুভব হয়, ভয় অনুভব হয়না , বিঘ্ন - বিঘ্ন নয় কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার সাধন। পরীক্ষার আধারে ক্লাস এগিয়ে যায়, তাই কখনও কোনো কথায় থামবেনা, সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে উড়ন্ত কলার অনুভব করতে থাকো ।

স্লোগান - এমন সহজ যোগী হও যে তোমাদের দেখে অন্যরাও যেন যোগযুক্ত হয় ।